কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২...

বিমল সরকার ▷

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' কাজে আসছে না

দীর্ঘ সেশনজটসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। তবে ইদানীং সেশনজটের বিষয়টি বোধ করি সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্স—প্রতিটি কোর্সে কমপক্ষে ২৪ মাস, এমনকি সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের সেশনজট ঘাড়ে বহন করে কোনো রকমে যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে উচ্চশিক্ষা দান বা দেখভালকারী দেশের সবচেয়ে বড় পরিসরের জাতীয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। দুই হাজার ১৫৭-এর বেশি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিভুক্ত। ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে পাঠদানকারী এসব কলেজে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লাখের বেশি। ভয়াবহ সেশনজটের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তারা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। এ থেকে সহসা পরিত্রাণের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর হতাশা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গোনা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই তাদের।

২০১৪ সালের শেষ দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও আচার্য মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের বর্তমান পরিস্থিতিটিও আচার্যকে অবহিত করেন। এরও কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও ক্রমবর্ধমান সেশনজটের বেড়াজালে আবদ্ধ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ভেঙে সরকারি কলেজগুলোকে আগের মতো বড় বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার নির্দেশনা দেন। এভাবে সেশনজট নিরসনের বিষয়টি দায়িত্বশীল মহলে অধিক গুরুত্ব পেতে থাকে। ঘোষণা করা হয় বহুল আলোচিত 'ক্রাশ প্রোগ্রাম'। উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বেশ দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-২০১৪ সেশন থেকে কোনো সেশনজট থাকবে না। এর মধ্যে যারা সেশনজটের মধ্যে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে।' আগামী তিন বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে 'সম্পূর্ণরূপে' সেশনজটমুক্ত করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তিনি।

'শঙ্কামুক্ত জীবন চাই, নিরাপদে ক্লাস করতে ও পরীক্ষা দিতে চাই, শিক্ষা ধ্বংসকারী সহিংসতা বন্ধ করো'—এ ধরনের ব্যানার সামনে রেখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেশের দুই হাজার ১৫৭টি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ১৪ মার্চ, ২০১৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর পৌনে ১২টা পর্যন্ত ৪৫ মিনিট ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। অধিভুক্ত কলেজগুলো ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে মূল কর্মসূচিটি পালন করা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে। মানববন্ধন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "সেশনজট কাটাতে আমরা ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষার সূচি, ক্লাস সময়, ফরম পূরণ, ফলাফল প্রকাশসংক্রান্ত একটি কর্মপরিকল্পনা বা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণা করেছিলাম। কিন্তু দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলমান হরতাল-অবরোধে আমাদের কর্মপরিকল্পনা এখন হুমকির সম্মুখীন।"

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনাকে কেবল ভুক্তভোগী নয়, সাধারণ মানুষও স্বাগত জানায়। সহজেই অনুমান করা যায় যে ঘোষিত ক্রাশ প্রোগ্রাম সফল করার লক্ষ্যেই মূলত উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এই অভিনব কর্মসূচিটি পালন করা হলো। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বিরোধী দল বা দলগুলোর ডাকা লাগাতার হরতাল-অবরোধ ও এসবের আড়ালে সংঘটিত সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের আড়াই মাসের মাথায় মধ্য মার্চে পালিত মানববন্ধনের ১৫ দিন পরই দেশব্যাপী ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। এপ্রিলের শুরু থেকেই বলা যায় অন্য সব কিছুর মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে, যা এখনো বিরাজমান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষার্থীদের পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে পৃথকভাবে অন্তত ১০টি ব্যাচ সব সময় চলমান থাকে। এখানে ক্রাশ প্রোগ্রাম ঘোষণার পর এক বছর যেতে না যেতেই মাত্র একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও হতাশার খানিকটা বর্ণনা দিলে এর (ক্রাশ প্রোগ্রাম) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বোধ করি কিছুটা আঁচ করা যাবে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ডিগ্রি পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের বেশ আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রথম বর্ষে তাদের ক্লাস শুরু হবে জুলাই (২০১৪) মাসে, মার্চ (২০১৫) মাসে ক্লাস শেষ হওয়ার পর এপ্রিল মাসে ফরম পূরণ ও মে (২০১৫) মাসে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা। একই প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্টদের আগাম এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হবে জুন (২০১৫) মাসে, জানুয়ারিতে (২০১৬) ক্লাস শেষ হওয়ার পর ফেব্রুয়ারি (২০১৬) মাসে ফরম পূরণ ও মার্চ (২০১৬) মাসে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা। শুধু তা-ই নয়, একইভাবে ওই শিক্ষার্থীদের আরো অবহিত করা হয় যে তৃতীয় বা চূড়ান্ত বর্ষে তাদের ক্লাস শুরু হবে এপ্রিলে (২০১৬), নভেম্বরে ক্লাস শেষ হওয়ার পর ডিসেম্বরে ফরম পূরণ এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ফাইনাল পরীক্ষা।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ২০১৩-১৪ সেশনের ডিগ্রি পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষাটি যে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা; আজ পর্যন্ত পরীক্ষার তারিখই ঘোষণা করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়! ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৫ সালের যে মাসে তাদের পরীক্ষার হলে বসানোর লিখিত আশ্বাস দিয়ে ক্লাস শুরুর মাত্র 'আট মাসের' মাথায় নির্বাচনী পরীক্ষা ও পরবর্তী সময়ে ফরম পূরণ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু আট মাস ধরেই (মার্চ ২০১৫ থেকে) এসব শিক্ষার্থী রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বাইরে। কোনোক্রমেই যেন তাদের অপেক্ষার পালার শেষ নেই। ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় যে মাসে পরীক্ষা শেষে জুনেই (২০১৫) তাদের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু করে জানুয়ারিতে (২০১৬) শেষ করার কথা থাকলেও বাস্তবে এ সব কিছুর কোনো খবরই নেই। ওই সেশনের দ্বিতীয় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষের ঘোষিত 'একাডেমিক ক্যালেন্ডারে' উল্লিখিত বিষয়াদি ও চার বছর মেয়াদি অনার্স ও দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সের হালহকিকত এখানে উল্লেখ করে আর লেখার কলেবর বাড়াতে চাই না।

শুরুতেই ক্রাশ প্রোগ্রামের লণ্ডভণ্ড কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই একেবারে হতবাক। বেশ বড় দাগে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এভাবে ক্রাশ প্রোগ্রামের নামে একেকটি বছর মাত্র আট মাস কিংবা সাত মাস করে ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ ও পরীক্ষা গ্রহণের মিছে আশ্বাস প্রদানটা কি এত জরুরি হয়ে পড়েছিল? এ ছাড়া মাত্র আট মাস ক্লাস করিয়ে একটি সেশনের হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে আরো পুরো আট মাস (এ কলেবর দিন দিন বেড়েই চলেছে) শিক্ষা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বাইরে রেখে আসলে দেশে কোন শিক্ষিত শ্রেণি তৈরির ব্রত গ্রহণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়? আমরা চাই কেবল ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের পাস কোর্স নয়, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সসহ সব শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত সব 'নিরুদ্দেশ যাত্রী' শিক্ষার্থীর মন থেকে যাবতীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা দূরীভূত হোক। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি সবার আস্থা ফিরে আসুক।

লেখক : কলেজ শিক্ষক